Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ১৯ এপ্রিল , ২০১৬

৩৯ বর্ষ ১৬ সংখ্যা ১৮ এপ্রিল,২০১৬, সোমবার, ৫ বৈশাখ,১৪২৩

জনসমুদ্রে হিল্লোল তুললেন বর্ধমান দক্ষিণের জোটপ্রার্থী আইনুল হক

তাপমাত্রার পারদকে উপেক্ষা করে সর্বস্তরের মানুষের দৃপ্ত মিছিল বর্ধমানে। পুরোভাগে রয়েছেন প্রার্থী জোটপ্রার্থী আইনুল হক, কংগ্রেস নেতা আভাষ ভট্টাচার্য সহ বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ।

পানাগড়ে গলসি বিধানসভা কেন্দ্রের জোট প্রার্থী নন্দলাল পণ্ডিতের সমর্থনে মহামিছিলে সি পি আই(এম) পলিট ব্যুরোর সদস্য বৃন্দা কারাত ও প্রার্থী সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

বর্ধমান জনসভায় মহম্মদ সেলিম

১৯ মে পশ্চিমবঙ্গে নতুন সরকার প্রতিষ্ঠা হচ্ছে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৫ এপ্রিল : দু'দফা নির্বাচনের শেষে দিদির এখন দফারফা। তৃতীয় দফায় দিদির হবে 'খতরা'। এভাবেই মুখ্যমন্ত্রীকে বিঁধলেন সি পি আই(এম) পলিটব্যুরোর সদস্য মহম্মদ সেলিম। জোট প্রার্থী আইনুল হক-এর সমর্থনে উপচে পড়া হাউসিং মাঠে আগাগোড়া বক্তব্যে সমস্ত মানুষের মন জয় করে নিলেন। সেই সঙ্গে মানুষের জোট তৈরি করে পুরসভা নির্বাচনে তৃণমূলের ভোট লুটের যোগ্য জবাব দেওয়ার জন্য শপথ আদায় করে নেন। পাঁচ বছরে মা মাটি মানুষের সরকার যে সমস্ত মানুষকে ভাঁওতা দিয়ে একটি লুটের সরকার, চোরেদের সরকারে পরিণত হয়েছে তা তথ্য দিয়ে মানুষকে বোঝান। আর এই চোরেদের সরকারে কিছু পুলিশ অফিসার, কিছু আমলা চোরেদের এজেন্ট হিসাবে কাজ করেছে। উদাহরণ দিতে গিয়ে তিনি নারদ কাণ্ডে এস পি মির্জার টাকা নেওয়ায় তথ্য তুলে ধরেন। উঠে আসে সারদায় সাংসদ, মন্ত্রীদের টাকা নেওয়ার

—এরপর চারের পাতায়

কৃষি অঞ্চলের ১৬টি আসনে 'চোর', 'লুটেরা'দের বিরুদ্ধে রায় দেবেন মানুষ

বিশেষ প্রতিবেদন : ২১ এপ্রিল রাজ্যের তৃতীয় দফার ভোটে জেলার ১৬টি আসনের জন্য ভোটদান অনুষ্ঠিত হবে। এনিয়ে পর্যালোচনায় গিয়েছিলেন আমাদের প্রতিনিধিরা। ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটি কেন্দ্রের পর্যালোচনা গত সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। বাকিগুলি দেওয়া হল—

২৬০ বর্ধমান দক্ষিণ

প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ৬ জন প্রার্থী। সি পি আই(এম) তথা জোটপ্রার্থী আইনুল হক, তৃণমূলের রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, নির্দল প্রার্থী হিসাবে রয়েছেন সমীর রায়, বিজেপির প্রবাল রায়, বি এস পি-র মহম্মদ হারুন এবং এস ইউ সি আই-এর পরিখ্যিত গড়াই। এই কেন্দ্রের মোট ভোটার ২,৪১,১৪৬ জন। বর্ধমান দক্ষিণ তার অতীত ঐতিহ্যকে বজায় রাখবে এমনই মনে করছেন মানুষ।

২৬৬ বর্ধমান উত্তর

মোট ভোটার ২ লক্ষ ৪৫ হাজার ৭৪৯ জন। প্রার্থী ৫ জন থাকলেও মূলত লড়াই হবে বর্তমান বিধায়ক ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) তথা ধর্মনিরপেক্ষ জোটের প্রার্থী অপর্ণা সাহার সঙ্গে তৃণমূল প্রার্থীরা। বর্ধমান শহরকে বেষ্টন করে আছে বর্ধমান উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রটি। বর্ধমান শহর বাড়ছে এই বিধানসভা এলাকা ঘিরেই। বলা যায় বৃহত্তর বর্ধমান এটি।

বর্ধমানের শস্যভাণ্ডারের একটা বিরাট অংশ দখল করে আছে এটি। ৭২টা ধানকল ছিল এই এলাকায়। সরকারের ভ্রান্ত নীতি এবং বিদ্যুতের অত্যধিক মূল্য বৃদ্ধির জন্য ১০টা মিল ইতিমধ্যেই বন্ধ হয়ে গেছে। শ্রমিকরা বেকার হয়ে গেছেন, বিকল্প কোনো কর্মসংস্থান নেই। ১১টা স্পঞ্জ আয়রন কারখানা ছিল। ৩টি ইতিমধ্যেই বন্ধ হয়ে গেছে। সলভেন্ট কারখানা ছিল ২টি, তার মধ্যে ১ টি বন্ধ হয়ে গেছে। ৯টি হিমঘরের মধ্যে ৪টি বন্ধ বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধির কারণে। উল্লেখ্য যে সারা ভারতে পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যুৎ মাসুল বেশি, আবার তৃণমূল জিতলে নির্বাচনের পর প্রায় ডাবল হয়ে যাবে বিদ্যুৎ মাসুল। গঞ্জগুলি রাত ৯টা ১০টা পর্যন্ত মুখরিত থাকতো খদ্দেরের আনাগোনায়। এখন ব্যবসা প্রায় টিমটিমে চলছে। ৭টার পর সব শুনসান। একশ দিনের কাজে পুকুর চুরি হয়েছে। জবকার্ড তারাই পাচ্ছেন যাঁরা তৃণমূলের ঘনিষ্ঠ, কয়েকজন তো সম্পন্ন পরিবারের মানুষ। ১০০ দিনের কাজে ইদানীং কন্ট্রাক্টররা মেসিন ব্যবহার করছেন মানুষের বদলে।

সেচ ব্যবস্থা ভেঙে পড়ছে। বোরো চাষে জল নেই। নেতাদের ভাষণেই শুধু জল আসছে। আসলে সবটাই তৃণমূলি সংস্কৃতির মতই অন্তঃসারশূন্য। ফসলের ক্ষতিপূরণের জন্য যে টাকা এসেছিল তা লুটপাট হয়ে গেছে। অকৃষক তৃণমূল নেতাদের পকেটে দুটো মিলের শরিকানা আছে এমন লোকও ক্ষতিপূরণের টাকা পেয়েছেন বলে অভিযোগ।

ইদানীং প্রচুর মুদি দোকানে নানা ধরনের নেশার বোতল পাওয়া যাচ্ছে। যুব সম্প্রদায়ের একটা অংশ এতে মজে থাকছে। তৃণমূল বুথ পর্যায়ে প্রচুর ফিস্টের ব্যবস্থা করছে কারণ-বারি সহযোগে। প্রতি সপ্তাহেই এটা হচ্ছে। তৃণমূলি প্রার্থী নিজেও নাকি এ সবে আসক্ত। বাবা গঙ্গাধর মালিক সামান্য জমিজমা নিয়ে কায়ক্লেশে চলেন, পুত্র কোনো সাহায্য করেন না বলে অভিযোগ। গ্রামাঞ্চলে গরিব এলাকায় তৃণমূল প্রচার করছে—নির্বাচনে ভোট না দিলে ২ টাকা কিলো চাল, সাইকেল ফেরৎ নিয়ে নেবে।

জোটপ্রার্থী অপর্ণা সাহার প্রচার দু-একটি বুথ এলাকা বাদে প্রচুর সাড়া জাগিয়েছে। কর্মীদের প্রত্যয়ী ঘোষণা, ব্যবধান গতবারকে ভিঙিয়ে যাবে।

২৬১ রায়না(তপঃ)

ছোটবৈনানের হাটের পাশ দিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী হাত জোর করে ভোট চাইতে বেরিয়েছিলেন। পাঁচটি বুথের গ্রামের মিছিলে মেরেকেটে চারজন মহিলা সহ সতেরজন। সঙ্গে নৃত্যরত ১৬ জন আদিবাসী মহিলা। একদিকে লোক কমের লজ্জা ঢাকতে, অন্যদিকে হাটে আসা ক্রেতা- বিক্রেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে ৭ হাজার টাকা ভাড়া দিয়ে ওই আদিবাসী নৃত্যশিল্পীদের আনা হয়েছিল। হাটটা পার করে দিয়ে দলটি বাড়ি ফিরে গেল।

রায়না ও খণ্ডঘোষ কেন্দ্রের প্রার্থী যথাক্রমে বাসুদেব খাঁ ও অসীমা রায়-এর সমর্থনে বক্তব্য রাখছেন সি পি আই(এম) পলিট ব্যুরোর সদস্য বৃন্দা কারাত সেহেরায়।

অথচ কয়েকদিন আগে বাম-গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ জোটের প্রার্থী সি পি এমের বাসুদেব খাঁ যেদিন এই ছোটবৈনানে মিছিল করেন, কমপক্ষে তিনশ লোক অংশ নিয়েছিল। একইরকম চিত্র ওই বিধানসভা এলাকার ধারাণ, পহলানপুর, লোহাই, আখিনা, কামারহাটি, গোতান, বড়বৈনান, রায়না, শ্যামসুন্দর, উচালন প্রভৃতি গ্রামের। বিগত পঞ্চায়েত ও লোকসভা এবং স্কুল, লাইব্রেরি, সমবায় কোনও নির্বাচনেই মানুষ তার ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেনি। পুলিশ-প্রশাসনের সহযোগিতায় গায়ের জোরে নির্বাচনে জিতেছে তৃণমূল। ঘর ছাড়া, মার খাওয়া মিথ্যা মামলায় জেরবার হওয়া মানুষগুলো হারাবার আর কিছু নেই ভেবে মাথা উচু করে বাঁচার জন্য এগিয়ে আসছেন। বিধানসভা এলাকা জুরে দেওয়াল লেখা, ফ্লাগ, ফ্লেক্স প্রভৃতিতে তৃণমূল ও জোট প্রার্থী একে অপরকে পাল্লা দিলেও প্রার্থীকে নিয়ে প্রচারের মিছিলে মানুষের স্বতস্ফূর্ততা ও উন্মাদনায় সি পি আই (এম) বহু যোজন এগিয়ে। গতবারে পরাজিত তৃণমূলের প্রার্থী নেপালবাবু পূর্বতন সভাপতির বিধবা পত্নী ও বর্তমান সভাপতিকে নিয়ে প্রচারে বেরিয়েও পালে হাওয়া তুলতে ব্যর্থ হচ্ছেন। অন্যদিকে জোটের বাসুদেব খাঁ ভয়কে জয় করে শাসকদলের চোখে চোখ রাখা মানুষকে যেমন মিছিলে পাচ্ছেন, এমনকি সন্ত্রাসে গুটিয়ে থাকা কয়েকটি গ্রামের মানুষও থাকছেন। ব্যালটে তার ছাপ পড়বেই। রাজ্য জুড়ে খাদ্য-আন্দোলনের প্রথম শহিদ স্বপন মালিক এই রায়না থানারই। একটি শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক আন্দোলন করতে গিয়ে দিনদুপুরে পুলিশের সামনে শাসকদলের হাতে খুনকে এলাকার মানুষ তীব্র নিন্দা করে, ধিক্কার জানিয়েছেন। কয়েকদিন পরেই দলের পক্ষ থেকে স্বপন মালিকের স্মরণসভায় সূর্যকান্ত মিশ্র আসেন। ওই সভায় ব্যাপক মানুষের অংশগ্রহণই

—এরপর তিনের পাতায়

নতুন চিঠি

১৮ এপ্রিল, ২০১৬

উন্নয়নের এ কী মহিমা !

উন্নয়ন নিয়ে এখন চারিদিকে তারস্বরে চিৎকার চলছে। উন্নয়নে-উন্নয়নে প্লাবিত হয়েছে এই বাংলার গ্রাম ও শহর। উন্নয়ন কাকে বলে? উন্নয়ন নিয়ে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ও তার সংস্থাগুলি যে মানদণ্ড বা সূচক নির্ধারণ করেছে তা পড়লে মনে হবে নির্ধারিত মানদণ্ড বা সূচকগুলি উন্নয়নশীল দেশগুলিতে সঠিকভাবে পালিত হয় না বললেই চলে। স্বাভাবিক, মোদি বা দিদির উন্নয়নের ফিরিস্তি সেই মানদণ্ডেই খারিজ হয়ে যায়। উন্নয়ন বলতে ইট কাঠ পাথরের কংক্রিটের জঙ্গল বোঝায় না। উন্নয়ন বলতে বোঝায় সব অংশের মানুষের জীবনযাত্রার উন্নতি। এই উন্নতির মধ্যে আছে শিক্ষা-স্বাস্থ্য, পানীয় জল, শৌচাগার ব্যবহার, কর্মসংস্থান, অপরাধ প্রবণতা হ্রাস, জন্মহার-মৃত্যুহার নিয়ন্ত্রণ, রোজগার, সঞ্চয় ও সংস্কৃতিক জীবনের গুণগত পরিবর্তন।

রাজ্যে যখন এতই উন্নয়নের জোয়ার বইছে, তাহলে শাসক দল এত উদ্বিগ্ন কেন? কেন তাদের এত এত হিংসা ও অসৎ পথ অবলম্বন করতে হচ্ছে? কেন শাসক দল তার প্রশাসনের অপব্যবহার করছে? কেনই বা বিরোধীদের উপর হামলা হচ্ছে? কেনই বা বিরোধীদের প্রচার করতে বাধা দেওয়া হচ্ছে? শাসকদলের সুপ্রিমো মিথ্যা ও কুৎসার বন্যা বইয়ে দিচ্ছেন। শাসকদল-আশ্রিত দুষ্কৃতী, লুম্পেনরা ভোটারদের ভোটদান থেকে বিরত রাখতে বলপ্রয়োগ করছে। এতই যদি উন্নয়নের মহিমা তাহলে তো শাসক দল নাকে সরষের তেল দিয়ে ঘুমোতো। তা না ঘুমিয়ে তারা বিরোধীদের দমিয়ে যাচ্ছে। প্রায় প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রেই ঘুরতে হচ্ছে তৃণমূল সুপ্রিমোকে। বলতে হচ্ছে ২৯৪টি কেন্দ্রে তিনিই প্রার্থী। তাহলে তাঁর বাকি ২৯৩ জনের বিশ্বাসযোগ্যতাই নেই। সত্যি তাঁরা বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়েছেন। কার্যত তৃণমূল সুপ্রিমোই তাঁর ভাষণেই স্বীকার করে ফেললেন যে, প্রার্থীদের এত কেলেঙ্কারির কথা আগে জানা থাকলে, তিনি তাঁদের প্রার্থী পদ নিয়ে বিবেচনা করতেন। অথচ এত উন্নয়ন আর উন্নয়নকে ঘিরে দুর্নীতি ও সিণ্ডিকেট ও লুটেরা রাজকেই তিনি কার্যত স্বীকার করলেন। সত্যিই যদি উন্নয়নের জোয়ার বইত তাহলে তো তিনি ড্যাঙড্যাঙিয়েই নির্বাচনী বৈতরণী পার করতেন। এত পরিশ্রমের তো দরকার ছিল না। ইট, সিমেন্ট, বালি দিয়ে কিছু উন্নয়ন তো হয়েছে বটে, তবে উন্নয়নকে কেন্দ্র করে যে ভ্রষ্টাচার, তা বৈধতা পেয়েছে। আজ শাসকদলের নির্বাচনী জনসভাগুলিতেই তার প্রমাণ মিলছে। মানুষ নীরব থেকে প্রতিবাদে সোচ্চার হচ্ছেন।

শহর জুড়ে বাম গণতান্ত্রিক জোট প্রার্থীর সমর্থনে দেওয়াল লিখন

এক ডজন প্রশ্ন

১. সেই সময়ের বিশ্বের বৃহত্তম আধুনিক জাহাজ টাইটানিক কাদের জাহাজ ছিল? কবে যাত্রা শুরু করেছিল? কবে ডুবে গিয়েছিল?
২. পশ্চিমবঙ্গে কবে জমিদারি প্রথা লোপ পায়?
৩. কত বছর পর কবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং কিউবা মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ হয়?
৪. পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয় প্রথমভাগ কোথা হতে কবে প্রকাশিত হয়েছিল?
৫. জালিয়ানওয়ালা বাগে কবে নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটেছিল? কতজন নিহত এবং কত মানুষ আহত হন? কার নেতৃত্বে এই হত্যাকাণ্ড হয়?
৬. সৌর জগতের বামনগ্রহ 'প্লুটো' কবে কে আবিষ্কার করেন?
৭. ওড়িশার নতুন রাজধানী ভুবনেশ্বরের প্রশাসনিক ভবনের ভিত্তি প্রস্তর কবে স্থাপিত হয়েছিল? তার আগে রাজধানী কোথায় ছিল?
৮. ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম সাধারণ সম্পাদক কে ছিলেন? তাঁর কোথায় কবে জন্ম হয়েছিল?
৯. কার কাছে কবে ৭৫ জন চম্বল দস্যু আত্মসমর্পণ করেন?
১০. বিখ্যাত পত্রিকা 'সন্দেশ' প্রথম কবে প্রকাশিত হয়? সম্পাদক কে ছিলেন?
১১. ডেনমার্ক দেশটি কোন মহাদেশে অবস্থিত? কবে স্বাধীন হয়? রাজধানী কোথায়?
১২. কবে প্রথম মুর্শিদাবাদ জেলার আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল? **(উত্তর শেষের পাতায়)**

এত নিঃশব্দতা কেন?

আব্দুস সবুর

পশ্চিমবঙ্গের কয়েক কোটি মানুষ পথে বসে গেল সারদা, রোজভ্যালি প্রমুখ চিটফাণ্ডে টাকা রেখে। মুখ্যমন্ত্রীর 'যা গেছে তা গেছে' হয়ে শ্যামল সেন কমিশন পেলেন, সিগারেট বেশি দাম পেল, আরও কত কি। মদন জেলে যাওয়ায় মিছিল হলো রাস্তায়। কিন্তু যখন ডেলোর কেলো সামনে এলো তখন দিদি 'চুপ'। ছবি এঁকে দল চালাবেন ভাষণ দিতেই সুদীপ্ত সেন কোন ছবি কিনলো, সে প্রশ্নে চুপ। তাঁর প্রতিটি চুপ-এর পেছনে কারণ খুঁজে নিতে বিশেষ সমস্যা হবার কথা নয়। কাঁচড়াপাড়ায় রেল ইয়ার্ড ঘোষণার পর হল না কেন, সে নিয়ে বেমালুম চুপ। নিজেই শুধু চুপ থাকছেন তা নয়, যে ছাত্ররা ক্যাম্পাসে কথা বলার জায়গা, প্রতিনিধিত্ব চায়, তাদের 'চুপ' করাচ্ছেন। বন্ধ ছাত্র সংসদ নির্বাচন। বিরোধীরা বিধানসভায় পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা নিয়ে প্রশ্ন করতে বললেন—'দশ বছর চুপ করে থাকো'। নিজের ভুল স্বীকারে 'চুপ' আর অন্যে সমালোচনা করতে এলে তাকেও 'চুপ'।

পাঁচ বছরে একের পর এক ব্যাঙ্গময় শিল্প সম্মেলন। কত কিছুই তিনি বলেন সেখানে, শিল্প সম্মেলনের আগে অফুরান কথা তার মুখে। তারপর সম্মেলন শেষ, কুলুপেই নিরাপদ আশ্রয়। সারা বছর জুড়ে। একশো শতাংশ হয়ে গেছে থেকে ফি বছর বাজেট অধিবেশন এলেই কোনোরকম পরিসংখ্যান না দেওয়া, সরকারি পরিসংখ্যানের অনুপস্থিতি। প্রশ্নের পর মুহূর্তেই নীরব।

ভবানীপুর থানা থেকে কোন ছ্যাচোরকে কখন ছাড়িয়ে আনতে হবে সেটা যখন তিনি জানেন, বিরোধী ও সমালোচকের প্রতি এক কথায় রেগে যাওয়া অগ্নিকন্যা তবে এতে রাগেন না কেন? রাগ দূরে থাক, উলটে উপহার কথাঞ্জলি! আসলে বহু আলোচিত মুখরতা আর বেখেয়ালে চলে যাওয়ার নীরবতা—দুটিকেই অভাবনীয় পারদর্শিতার সাথে ব্যবহার করে তৈরি হয়েছে আজকের বাংলার আসল স্ক্রিপ্ট তাঁর আর তাঁর দলের গোটা রাজনীতির প্রাণকেন্দ্র ঐ নীরবতা আর মুখরতার যুগলবন্দী।

দিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনায় ছাত্র-ছাত্রীদের পাশে দাঁড়িয়েছেন সমাজের একটা বড় অংশ, আবার দেশের শাসক দলের নিকটাত্মীয়েরা সরব হয়েছে বিদ্বেষে। কম বেশি সকলেই সরব। কিন্তু কথাঞ্জলি দিল্লিতে হয়েছে তো, পশ্চিমবঙ্গের কী! বিতর্কে দেশের শাসক পক্ষের সাম্প্রদায়িক উসকানি দেবার চেষ্টাও কারো অজানা নয়। সেকারণেই কি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী সাবধানী এবং সে কারণেই কি চুপ।

একজন এগিয়ে থাকা মুখ্যমন্ত্রী কি আদতেই ভিন্নমত এড়িয়ে চলে নিজেকে এই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উপযুক্ত একজন জন প্রতিনিধি মনে করতে পারেন?

পশ্চিমবঙ্গের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে জে এন ইউ-র ছাত্র শিক্ষকদের লড়াইয়ের সমর্থনে ছাত্ররা বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অংশেই তেমন ঘটনা ঘটেছে। দেখা গেলো অন্যরা কেন আমাদের মতো দেশপ্রেমী নয় এই হাবভাব নিয়ে বেশ কিছু ছাত্র, বাইরের লোকজন এসে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাঙচুর করে শ্লোগান দিলো—ভারত মাতা কি জয়। ভাঙচুর করে দেশপ্রেমের শিক্ষা। কিন্তু কেন? এই ছাত্ররা নাকি আফজল গুরুর নামে শ্লোগান দিয়েছে। দেশের শাসক দলের পরিবারের মাথা মোহন ভাগবত বলেছেন, দেশের সংবিধান পালটে দেশকে হিন্দু রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করতে হবে। তাতে কি তাদের দপ্তরে গিয়ে কেউ ভাঙচুর করেছিলো দেশের সংবিধান মেনে চলা শেখাতে। আগামীতেও তেমনটা করলে সেটাও ঠিক পথ হবে?

যাদবপুর বিশ্ববিদালয়ে ভাঙচুরের পরেও মুখ্যমন্ত্রী চুপ। শাসক দলের পশ্চিমবঙ্গের পাত্তা না পাওয়া নেতা শ্রীযুক্ত রাহুল সিনহা যাদবপুরের ছাত্রদের চড় মেরে দেশদ্রোহ ছড়ানোর জন্য মিছিল সাজিয়ে গোলপার্ক থেকে যাদবপুর পানে চলেছিলেন। পুলিশের ব্যারিকেড ওদের আটকালো বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু দূরে। আর এক দিকে গোটা বিশ্ববিদ্যালয়টা একটা দুর্গের মতো আগলে রেখেছেন ছাত্র-শিক্ষক সকলে। ৩৫/৪০ মিনিটের মতো সময় ধরে ক্যাম্পাসের গেটের খানিক দূরে বাঁদর নাচন নেচে ফিরে গেলেন তারা। কিন্তু বাংলার ক্যাম্পাসে তবে কি যে কেউ যখন তখন ছাত্রদের সবক শেখাতে দলবল নিয়ে আসতে পারেন? যাদবপুরের ঘটনার পরও মুখ্যমন্ত্রী চুপ। জে এন ইউ-র পাশে দাঁড়িয়ে আন্দোলন, শ্লোগান, পাল্টা হুমকি, ভাঙচুর, সবক শেখানো মিছিল, পল্টা ব্যারিকেড! তবু মুখ্যমন্ত্রী চুপ।

জে এন ইউ-র ঘটনা। ভেবে দেখুন আরও একজন চুপ। তিনি দেশের প্রধানমন্ত্রী। সব কিছুতে মন কি বাত বাতেলা আকারে হেঁকে চলা প্রধানমন্ত্রী চুপ। আচ্ছে দিনের প্রধানমন্ত্রী চুপ। সব কিছুতে হালকা করে কথা বলা মুখ্যমন্ত্রী চুপ। এগিয়ে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী চুপ। ছাত্র শিক্ষকরা যখন এক কাট্টা হয়ে লড়ছে, সরকারের মাথারা চুপ। হায়দ্রাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়, আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় —মোদি চুপ। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়—দিদি চুপ।

চুপ থাকা মানে নীরবতা, আদতে রাজনৈতিক প্রশ্ন। দিদির কাছেও। মোদির কাছেও। এই প্রশ্নে গুণ্ডা কন্ট্রোলার থেকে ৫৬ ইঞ্চি সকলেই এক ঘাটের জল খান। কিন্তু অগ্নিকন্যার বঙ্গে রাজনৈতিক ক্যারিয়ারে এই নীরবতার এমন থাবা কেন?

পার্লামেন্টে বাজেট অধিবেশনে রাষ্ট্রপতির ভাষণে সংশোধনী এনেছে সব বিরোধী দল। দিদির দল চুপ। জি এস টি বিল, দিদির দল চুপ। সম্প্রদায়িক উসকানি দেওয়া বিজেপির এক আনার নেতা পশ্চিমবঙ্গের ছাত্রদের মাথা কেটে ফেলার হুমকি, দিদির দল চুপ। একেবারে নিরবচ্ছিন্ন নীরবতা। কিন্তু কেন? অনেক উত্তর লুকিয়ে আছে সারদায়, হয়তো আরও অনেক কিছুতেই। আসলে দুই একবার চাপ থাকায় বাছাইয়ের প্রশ্ন থাকলেও নীরবতার নিরবচ্ছিন্নতা আসলে দুর্বলতারই পরিচায়ক। আর এগিয়ে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী রন্ধ্রে রন্ধ্রে তাঁর দুর্বলতাকে চেনেন। কিন্তু এত দিনে আমরা চিনতে পারিনি সে দুর্বলতা। কয়েক লক্ষ কোটি টাকার দুর্নীতি। গণতন্ত্র রক্ষার শপথ নিয়ে যাবতীয় অসাংবিধানিক কাজ করে তিনি ভাবছেন শুধু চুপ থেকে এগিয়ে বাংলার বিজ্ঞাপন ছেপে নির্বাচনী তরী পার হবেন। যখন এই এগিয়ে বাংলা আর আচ্ছে দিন-এর ইতিহাস লেখা হবে—শাসকের নীরবতার মাত্র কয়েক পাতার প্রত্যুত্তরে পাতার পর পাতা মুখরতা লেখা থাকবে।

গোটা তৃণমূল দলটাই আকণ্ঠ দুর্নীতিতে ডুবেছে—অমল হালদার

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান : ক্ষমতায় এসেই মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন বামফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রীদের দুর্নীতি ধরবেন। পাঁচটা বছর পেরিয়ে গেলেও একজনকেও দোষী প্রমাণ করতে পারেননি। উল্টে তাঁর মন্ত্রীরা এখন জেলে। গোটা দলটাই আকণ্ঠ দুর্নীতিতে ভরা—কথাগুলি বলেন সি পি আই(এম) রাজ্য কমিটির সদস্য অমল হালদার। তিনি জোট প্রার্থী আইনুল হকের সমর্থনে রসিকপুর চিলড্রেনস পার্কে ভাষণ দিচ্ছিলেন।

১২ এপ্রিল শহরের সন্ত্রাস কবলিত এলাকা রসিকপুরে মানুষের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। ভিড়ে ঠাসা সভাতে শ্রী হালদার বলেন, জেলখাটা মন্ত্রী মদন মিত্রকে এবারও প্রার্থী করেছেন। দিদি ভয় পেয়েছেন। সারদার টাকা নিয়ে মুখ বন্ধ করতে ভয়ে প্রার্থী করেছেন। স্টিং অপারেশনে মন্ত্রী, সাংসদ সবার টাকা নেওয়া সবাই দেখছে। জেলার প্রাক্তন এস পি মির্জা টাকা তোলার এজেন্ট হিসাবে কাজ করেছে। এমনই দুর্নীতিগ্রস্ত সরকার এখনও বহাল তবিয়তে রেখে দিয়েছে মির্জা সাহেবকে—যে বর্ধমান পুরসভা উপহার দিয়েছে মুখ্যমন্ত্রীকে।

এর আগে রাজ্যে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মানুষকে ভাঁওতা দিয়েছেন। গত নির্বাচনের আগে জেলায় সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল, কৃষকদের জন্য সেচের ব্যবস্থা সহ একাধিক প্রতিশ্রুতি, সবই ধাপ্পাবাজি।

প্রার্থী আইনুল হক বলেন, কমিশন, রাজ্য প্রশাসন যত পক্ষপাতিত্ব করছে মানুষের জেদ ততই বাড়ছে। মানুষের জোট তৈরি হয়েছে। শহরের কয়েকজন সমাজবিরোধী আর ভোট লুট করতে পারবে না। মানুষ রুখে দেবে এই লুটকে। প্রতিটি বুথে মানুষ দুর্গ তৈরি করবে।

এছাড়া বক্তব্য রাখেন কংগ্রেস দলের পক্ষে নাজির হোসেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন তাপস সরকার।

কৃষিঅঞ্চলের ১৬টি আসনে ‘চোর’, ‘লুটেরা’দের বিরুদ্ধে রায় দেবেন মানুষ

—প্রথম পাতার পর

তৃণমূল সরকারে প্রতি অনাস্থার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়।

এবারের বিধানসভা নির্বাচনের আঁচ বাসে, বাজারে, ছোট খাটো জটলায়, খণ্ড-খণ্ড আলোচনায় টুকরো-টুকরো কথায় টের পাওয়া যাচ্ছে। এখানে মোট ভোটার ২,৩৫,২৪৭ জন। জোট প্রার্থী বাসুদেব খাঁ, বিজেপির কাশিনাথ পাত্র ও তৃণমূল প্রার্থী হিসাবে নেপাল ঘোরুই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

২৬২ জামালপুর

এবারেও সেই দুই যুযুধান মুখোমুখি। তৃণমূল থেকে উজ্জ্বল প্রামাণিক এবারেও প্রার্থী। বাম ও জোট প্রার্থী সমর হাজরা। মূল লড়াই এবারেও সেই দু'জনের। তবে এবার জোটপ্রার্থী হিসাবে পাটিগণিতিক বিচারে এগিয়ে জোট প্রার্থী। ২০১১ সাল বাদে পরিবর্তনের সরকারের আমলে ২০১৩ পঞ্চায়েত নির্বাচন এবং ২০১৪ লোকসভা নির্বাচনে সঠিক মতদান জানা যায়নি। মহাজোট করে এবার মানুষের জোটের রসায়ন দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে।

জামালপুরে জোট প্রার্থী সমর হাজরার সমর্থনে মিছিল।

এখানে মূল অর্থকারী ফসল আলু এবং ধান। সেই আলু এবং ধান চাষে গত পাঁচ বছরে চাষির মাজা ভেঙে গেছে। ফসলের দাম না পাওয়ায় লোকসানের বহর বাড়তে বাড়তে সর্বস্বান্ত হয়েছে। মা মাটি মানুষ শ্লোগানে চাষি বিভ্রান্ত হয়। গত পাঁচ বছরে আলু চাষি এবং ধান চাষি মিলিয়ে কয়েক জন চাষি আত্মঘাতী হন। মন্ত্রীর সমান ক্ষমতা ভোগ করেও একবারও পাশে দাঁড়াননি বিধায়ক। উল্টে পারিবারিক বিবাদে সিলমোহর দিয়ে সরকারের পিঠ বাঁচানোর চেষ্টা করেছে। তারই প্রতিফলন ঘটবে ভোটবাক্সে।

গোষ্ঠীদ্বন্দ্বও পিছু ছাড়ছে না বহিরাগত প্রার্থীর। এখন কার্যত মুখ দেখাদেখি বন্ধ অপর গোষ্ঠীর নেতা মেহবুব খানের সঙ্গে। এই ডাকাবুকো নেতার এবার দাবি ছিল স্থানীয় নিজের লোককে প্রার্থী করা। না হওয়ায় বেঁকে বসেছেন মেহবুব। সংখ্যালঘু বহু মানুষ মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বালি খাদের কাঁচা টাকার দ্বন্দ্ব। আইনি ও বেআইনি মিলিয়ে কুড়িটি খাদ দামোদর নদীর চড়ে সোনার খনি। দখল নিয়ে শাসক দলে মারামারি লেগেই আছে। মানুষের চোখে মোটেই ভাল ঠেকছে না।

অন্যদিকে প্রাক্তন বিধায়ক সমর হাজরা মানুষের বিপুল সাড়া পাচ্ছেন। সন্ত্রাস উপেক্ষা করে ভোট লুট আটকাতে মানুষের জোট তৈরি হয়েছে। পাঁচ বছরে দমবন্ধ করা পরিবেশ থেকে বেরিয়ে আসতে তৃণমূলিরাও তলে তলে যোগাযোগ রাখছেন। বাড়ির ছেলে কৃষক নেতাকে এবার বিধানসভায় তাদের মুখ হিসাবে তুলে ধরতে এবার মরিয়া মানুষ।

মোট প্রার্থী - ৬ জন। মোট ভোটার - ২,১৫,৪৯৫ জন। মোট বুথ - ২৫০ টি।

২৬৩ মন্তেশ্বর

দু'বারের বিধায়ক চৌধুরী মহম্মদ হেদায়েতুল্লা এবারও দাঁড়িয়েছেন মন্তেশ্বর বিধানসভা কেন্দ্রে। টগরভাই নামেই এলাকাবাসীর সুখ-দুঃখের প্রতিনিধি। সম্পন্ন পরিবারের সন্তান যুবক বয়সেই মার্কসবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন। বহরমপুর কে এন কলেজের ছাত্র ছিলেন। ওখানেই অধ্যাপক ছিলেন কবি শঙ্খ ঘোষ। ছাত্র আন্দোলন থেকে কৃষক আন্দোলন এবং পরবর্তীকালে কমিউনিস্ট পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী হয়ে যান। আরো ক'জন প্রার্থী থাকলেও মূলত তৃণমূলের সঙ্গেই আসল লড়াই।

মন্তেশ্বর কেন্দ্রের জোট প্রার্থী চৌধুরী মহম্মদ হেদায়েতুল্লাহ-র সমর্থনে মিছিল

এলাকায় প্রচুর সমবায় সমিতি ছিল। গায়ের জোরে মারধর করে পিস্তল দেখিয়ে সেগুলি দখলে নিয়ে নেয় তৃণমূল। সেগুলি তৃণমূলি সংস্কৃতিমতই চুরি জোচ্চুরির সঙ্গে যুক্ত। ১০০ দিনের কাজ নিয়ে দুর্নীতি তো লাগামছাড়া, যাদের পাবার কথা নয় তাদের নামেই জবকার্ড ইস্যু করা হয়েছে। তাদের নামেই লুটপাট হচ্ছে। এলাকার ছোট বড় নানা কিসিমের তৃণমূল নেতারাই ‘আঙুল ফুলে কলাগাছ’ হয়ে যাচ্ছেন। চাষি মারা যাচ্ছেন ধানের, আলুর সঠিক দাম না পেয়ে। অভাবি বিক্রি বেড়েছে। গোটা এলাকায় ছোট চাষিদেরই প্রাধান্য, বড় চাষি খুবই কম।

জোটের সি পি আই(এম) প্রার্থীর পক্ষে কর্মীরা প্রচার চালাচ্ছেন গোটা এলাকা জুড়ে। তৃণমূলের অজস্র ফ্লেক্স ব্যানারের বিপক্ষে একমাত্র আন্তরিকতা নিয়ে বামকর্মীরা বাড়ি বাড়ি সকাল সন্ধ্যা প্রচার করছেন, মানুষ প্রাণখুলে আশীর্বাদ করছেন। প্রায় ২ লক্ষ ৪ হাজার ভোটারের বেশির ভাগ অংশই চাইছেন একটি মানবিক ধর্মনিরপেক্ষ সরকার। তাঁদের একমাত্র বাসনা এই পাঁচ বছরে তৃণমূল যে লুটপাটের রাজত্ব কায়েম করেছে—তার অবসান।

মোট ভোটার ২,১৯,০৯৪ জন। প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ৬ জন। মূল লড়াইটি রয়েছে জোট প্রার্থী চৌধুরী মহম্মদ হেদায়েতুল্লাহর সঙ্গে তৃণমূলের সজল পাঁজার।

২৬৪ কালনা(তপঃ)

একই ব্যক্তির দুটি পদ। একদিকে তিনি কালনা পুরসভার পুরপতি। অন্যদিকে কালনার বিধায়কও। এই ব্যক্তিটি হলেন কালনা শহরের চকবাজারের ভূতপূর্ব বস্ত্রব্যবসায়ী বিশ্বজিত কুণ্ডু। তবে খুব সম্প্রতি অনুষ্ঠিত পুর নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পরাজিত হয়ে কালনার পুরপতি পদটি খুইয়েছেন। অন্যদিকে এবারের বিধানসভা নির্বাচনেও তিনি কালনা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী। পুরসভার পথ ধরে এই নির্বাচনেও বিশ্বজিত কুণ্ডুকে পরাজিত করার লড়াই চলছে জোর কদমে। এই লড়াই-এ যেমন আছেন গণতান্ত্রিক ও সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী মানুষ, তেমনি আছেন তৃণমূলের বিরাট অংশের সমর্থক ও কর্মী যারা ভুরি ভুরি প্রতিশ্রুতির কোনো কিছুই পাননি। অথচ বিধায়কের ঘরের সবাই সকার হয়েছেন।

একটু দেখে নেওয়া যাক। বিশ্বজিত কুণ্ডু কালনা

পুরসভার পুরপতি পদে বসার সঙ্গে সঙ্গেই পুরসভার জঞ্জাল ফেলার নিজস্ব আট বিঘা জমি জলের দরে বিক্রি করে দেন। জমি বিক্রি করে পুরসভার সমস্ত জঞ্জাল ভাগীরথী নদী বক্ষে ফেলা শুরু হয় বে-আইনিভাবে। কালনার পরিবেশ সচেতন নাগরিকদের প্রতিবাদে নদী বক্ষে জঞ্জাল ফেলা বন্ধ হয়। কিন্তু এবার জঞ্জাল ফেলা হয় কালনা শহরের পুকুরগুলিতে। পুরসভার ফেলা জঞ্জালে বেশ কয়েকটি জলাশয় ভরাট হওয়ার পর কালনার নিকাশি ব্যবস্থাটাই ভেঙে পড়ে। ফলে সামান্য বৃষ্টিতেই কালনা শহরে বন্যা দেখা দিতে শুরু করে। তাছাড়া পুরপতি হওয়ার আগে বিশ্বজিত কুণ্ডু প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন প্রতিটি গরিব মানুষকে ঘর দেবেন, সাত ঘন্টার জায়গায় চব্বিশ ঘন্টা জল সরবরাহ করবেন। কিন্তু কোনো প্রতিশ্রুতিই তিনি পালন করেননি। কোনো গরিব মানুষের ঘর না হলেও পুরপতির জাইলো গাড়ি হয়েছে। তাই সম্প্রতিকালের পুর নির্বাচনে দেওয়াল লিখনে একটা হৃদয়স্পর্শী শ্লোগান লেখা হয়। সেই শ্লোগানটা হলো— গরিবের হল না বাড়ি, বিধায়ক চাপেন জাইলো গাড়ি।

বিধানসভা নির্বাচনেও বিশ্বজিতবাবুকে আর একটা পরাজয়ের সামনে দাঁড় করানোর জন্য লড়াই শুরু হয়েছে। এই লড়াই-এ বাম গণতান্ত্রিক মানুষজন যেমন আছেন, এই লড়াই এ আছেন তৃণমূলের একটা বিরাট অংশের সমর্থকও। কারণ কালনার মেধাসম্পন্ন শিক্ষিত যুবক-যুবতীরা চাকুরি না পেলেও, বিশ্বজিত কুণ্ডুর পরিবারের সাতজন কেলেঙ্কারির টেট পাশ করে প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকের চাকুরি পেয়েছেন। সর্বপ্রথম কালনার তৃণমূল সমর্থকরা বেজায় চটেছেন। এসব কাণ্ডের প্রভাব বিধানসভাতেও যে পড়বে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তাই মুহূর্তে বাম প্রার্থী সুকুলচন্দ্র শিকদারের কর্মসূচিতে জনসমাগম বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই জনসমাগমই বলে দিচ্ছে বিশ্বজিত কুণ্ডু আর একটি পরাজয়ের অপেক্ষায়। এছাড়া পার্শ্ববর্তী গ্রামীণ এলাকায় কৃষকের ফসলের দর না পাওয়ার যন্ত্রণা। ক্ষেতমজুরদের একশো দিনের কাজের ক্ষেত্রে দলবাজি বেকারের যন্ত্রণা। তাই সব যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে ব্যালটের ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে জবাব দিতে প্রস্তুত কালনার মানুষ।

এখানে মোট ভোটার ২,২০,০৪৪ জন। এখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ৫ জন। বাম জোট প্রার্থী প্রার্থী সুকুল চন্দ্র শিকদার, তৃণমূল কংগ্রেসের বিশ্বজিৎ কুণ্ডু, বিজেপির নিউট্রন মজুমদার, বি এস পি-র রাধেশ্যাম মণ্ডল ছাড়াও রয়েছেন সি পি আই এম এল লিবারেশনের পিযূষ কুমার সাহানা।

কেতুগ্রাম, কাটোয়া ও মঙ্গলকোট

কাপড় খুলে নিলামে চড়াব, হুমকি দিয়েছিল আজমিরা বেগমকে। পুলিশ বলেছিল, সিপিএমের হয়ে ভোট করছিস! মার! শাসকদলের দুষ্কৃতী আর পুলিশের হুমকির ভয়ে বুথের ধারে কাছে ঘেঁষেনি কেউ। অথচ বুথের ভিতরে পুলিশ, বাইরে লাইন ম্যানেজ করছে জওয়ান। ভয় পাওয়ার কথা নয়!

থুড়ি! ভুল হয়ে গেল। ভয় পাওয়ারই কথা! প্রথম দফার নির্বাচনের দুটি দিনে মাথায় ছিল না ওই পুলিশ না পুলিশের পোষাক পরা তৃণমূলের দুষ্কৃতী। ওই পুলিশই এখন শাসক দলের চাকর-বাকর। তৃণমূলের কথায় ওঠেবসে। পরিবর্তনের সরকার রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর এই সময়ের মধ্যে কেতুগ্রামে বিরোধী দলের ১৪ জন কর্মী এবং নেতা খুন হয়েছেন। শাসকদলেরও খুন হয়েছেন সাত জন কর্মী এবং নেতা। এরা অবশ্য খুন হয়েছেন নিজেদের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে আর বোমা বাঁধতে গিয়ে। মহুলাগ্রামের আজমিরা বেগম গত লোকসভা ভোটে মহিলাদের সংগঠিত করে শাসক তৃণমূলদলের ভোট লুট রুখে দিয়েছিলেন, সেই আজমিরা বেগমকে ওরা খুন করেছে। খুনীরা সবাই এখনো গ্রেপ্তার হয়নি। আজমিরা বেগম আজ শহিদ। কবরের তলায় শুয়ে দেখছেন, কেতুগ্রাম আজ বুক চিতিয়ে মানুষের জোট গড়ে কেমন লড়াইয়ে নেমেছে। জিজ্ঞাসা করে ফেলছিলাম এক ভোটারকে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক তিনি। ওরা তো তিনদিনের অতিথি! কিন্তু খবর নিতে গিয়ে অনেক কিছু জানা হল।

‘বাড়ি আমার ভাঙন ধরা অজয় নদের বাঁকে’, মন কেমন করছিল। ছুটলাম, কাকা কেমন আছো? বলে। কাকা বললেন, পড়েছি মোগলের হাতে... । গত রাত্রে বাউরি পাড়ায় কারা আগুন লাগিয়ে দিয়ে গেছে বুধনের ঘরের চালে।

গ্রামে এখনও খড়ের চালের ঘর আছে? অনেকদিন গ্রামে যাইনি, কৌতুহল হল।

কি আর আছে ওর! টালি কিনবার পয়সা নেই। খড় এখন তেমন কাজে লাগে না কারো। এর ওর খামার থেকে চেয়ে নিয়ে গিয়ে দু আঁটি গুঁজে দিয়েছিল চালের বাতায়। গরমের দিন তাই সবাই বাইরে ছিল, আগুন দেখতে পেয়ে দৌড়ে আসে।

পুলিশে ডাইরি?

করিয়েছে! এক সাংবাদিককে ফোনে ডাকলাম। সে বললে, কাল রাত একটায় বাড়ি ফিরেছি। বীরভূমে ভোট। ওটাই হাই ডেনসিটি

নিউজ। আজ বর্ধমানে সিএম আসছেন, সময় নাই। আমি অমুককে বলছি, আপনাকে ফোন করবে। সে ফোন আর আসেনি।

সিএম কে তো আসতেই হবে ভোট চাইতে! নইলে গদী থাকবে কী করে? আর এবার... ?

কিন্তু বুধনের ঘর পুড়ল! কাকা বললেন, পরিবার নিয়ে সে এখন গাছতলায়। গ্রীষ্মকাল তাই... । বাসনকোসন দুটো যা ছিল, তাও আবাগীর ব্যাটারা নিয়ে গেছে। বলিহারি জাত বটে এই তৃণমূল! দু চার জন এটা সেটা দিয়ে সাহায্য করেছে সে এখন গাছতলাতেই তাঁবু খাটিয়েছে। আকাশছোঁয়া জিনিষের দাম, কী করবে! বৃষ্টি নামলে আরো সমস্যা হতো।

কেতুগ্রাম অঞ্চলের মানুষকে খরা বন্যায় ভুগতে হয় বারোমাস। বেশি বৃষ্টিতো নামলো জমি জলে ডুবলো। সেচের জলে চাষবাস কোথায়? অনেক সমস্যা। ফসল যা ফলছে সরকারি রেটের চরণে দন্ডবতা তা বিক্রি হয় না। সোমবৎসর খোড়াকির মাথায় হাত!

এত যে কিষাণ মান্ডি ফান্ডি কত কি হয়েছে বলছে সরকার! আসতে রাস্তার ধারে বিরাট একটা বাড়ি নীল সাদা রঙের দেখলাম! সেটা কী তাহলে?

ওখানে এখন কেন্দ্রীয় বাহিনী এয়েছে। ফাঁকা ঘর। মান্ডি ফান্ডি সব নামেই... । সরকারের কাছে সরকারি রেটে ফসল বিক্রি চারটি খানি ব্যাপার নয়! কোথায় চাষিদের উন্নতি? কেতুগ্রামের চাষি এই গরমে তেড়েফুঁড়ে এগিয়ে এলেন।

কেতুগ্রাম নামটাই যেন গোলমেলে হয়ে উঠেছিল গত কয়েক বছরে। অথচ কেতুগ্রাম ১ এর ঠিক উল্টো কেতুগ্রাম ২ অঞ্চল। বদনামটা অবশ্য গোটা কেতুগ্রামের ঘাড়েই পরে। কেতুগ্রাম ২এর অশান্ত কেবল কাঁদরা-রাজুর এলাকা। কেতুগ্রাম ১এ তৃণমূলি দুষ্কৃতীদের দাপট খুব বেড়েছে। ওদের কারসাজিতে কেতুগ্রাম সংবাদপত্রে প্রতিদিন হেডলাইন নিউজ হয়েছে। ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বামফ্রন্টের প্রার্থী সৈয়দ আবুল কাদের জয়ী তৃণমূল প্রার্থীর কাছে মাত্র ১৫৯৯ ভোটের ব্যবধানে হেরে গিয়েছিলেন। এবারেও বাম গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ জোটের প্রার্থী তিনিই। আর সেই সেখ শাহনওয়াজ প্রার্থী হয়েছে শাসকদলের। এবারে আর দিদি হাওয়া নেই। জোটের হাওয়া। তাই সেই কেতুগ্রাম এখন সাহসে বুক বেঁধেছে। শান্তি বজায় রাখতে চাইছে বামফ্রন্টের প্রার্থী সৈয়দ আবুল কাদেরকে বিপুল ভোটে জয়ী করে।

২৭১ কেতুগ্রামে মোট ভোটার ২,৩২,৩১২ জন। প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ৪ জন প্রার্থী।

২৭০ জকাটোয়া

পতপত করে উড়ছে লাল পতাকা। কিন্তু পার্টি অফিস বন্ধ কেন?

এটাই প্রশ্ন। মানুষের কৌতুহল বাড়ছে। মানুষের সাধারণ ধারণা শাসকদলের দুষ্কৃতীদের দাপট আছে এই এলাকায়। ঠিকই। অশান্তি এড়াতে এই ছবিও কিন্তু শাসকদল তৃণমূলকে ধাঁধায় ফেলে দিয়েছে। পায়ের তলায় জমি নেই। এই দুর্দান্ত গরমে হেভিওয়েট নেতাদের একটার পর একটাকে হাজির করিয়ে জনসভা করে যাচ্ছে। টাকা, টাকার পাহাড় জমে আছে শাসকদলের নেতা কর্মীদের পকেটে পকেটে। তবু বুকে দম ধরছে না। হাঁটু ঠকঠক করে কাঁপছে। মৃত্যু ঘন্টা বেজে উঠেছে। দেওয়ালে কোথাও নেই বিরোধীরা। তবু এমন কেন?

কাটোয়ার চারদিকে গুজগুজ ফিসফিস, গুড়-জলে ভোটের নিদান দিয়ে গেছেন দিদির ভোটতুতো ভাই কেষ্টবাবু। শুকনো অজয়ের বুকের উপর দিয়ে হেঁটে পেরিয়ে বীরভূম থেকে অস্ত্র ঢুকছে। কোথায় যেন শুনলাম নদীয়া থেকে নাচনেওয়ালিদের ডেকে নিয়ে এসে কেন্দ্রীয়বাহিনীকে সুরা আর রমনির অস্ত্রে বেহুঁশ করে রাখার জন্য বিয়েবাড়ি ভাড়া নেওয়ার তোড়জোড় শুরু হয়েছে। তবু এরই মধ্যে কাটোয়াতে বাম গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ জোট শক্তির প্রার্থীর সমর্থনে বিশাল জনসভা হল। উপচেপড়া ভিড়। প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি অধীর চৌধুরী, সিপিআই(এম) নেতা অঞ্জন চ্যাটার্জীও বক্তব্য রাখলেন।

বোঝা গেল ঘরের ছেলে রবীন্দ্রনাথবাবুর এতদিনের সফেদ জামায় এবার কালির ছিটে লেগেছে। পোড় খাওয়া রাজনীতির শেষ চালে নিজেই বুঝি এবার মাত্ হয়ে যাবেন। ২০১১ বিধানসভার নির্বাচনে ভোট পেয়েছিলেন ৯৭, ৯৫১। ওঁর বিরুদ্ধে বামফ্রন্ট প্রার্থী সেবার সুদীপ্ত বাগচী পেয়েছিলেন ৭০৪২৬ ভোট। মারধোর হুমকি আর দিদির হাওয়ার সাথে টক্কর লেগেছিল একক বামপ্রার্থীর। এবার জোটের হাওয়া, মানুষের জোট। প্রার্থীও কংগ্রেসের ঘরের মেয়ে শ্যামা মজুমদার। বামেদের নির্দিষ্ট ভোটের সাথে মিলবে কংগ্রেসের ভোট, অঙ্ক একেবারে সফেদ। কপালে ভাঁজ রবিবাবুর, ব্যক্তি ইমেজে যে ভোট বৈতরণী পার হওয়া যায় না হাড়ে হাড়ে বুঝছেন! নিজের সঙ্গেই ওঁকে লড়তে হচ্ছে বেশি।

—এরপর চারের পাতায়

তৃণমূলের বর্ধমান জেলা সেনাপতির গড়ে ভাঙন

একশজন তৃণমূল ছেড়ে লাল ঝাণ্ডার তলায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১২ এপ্রিল : তৃণমূলের বর্ধমান জেলা গ্রামীণের সেনাপতি তথা দাপুটে মন্ত্রী স্বপন দেবনাথের গড়েই আজ ভাঙন দেখা দিল। ঘাসফুল ছেড়ে লালঝাণ্ডা তুলে নিলেন প্রায় শ'খানেক তৃণমূল সমর্থক। যার মধ্যে আছেন ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের উপদেষ্টা কমিটির সদস্য, বুথ কমিটির সভাপতি। পূর্বস্থলী দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের গণতান্ত্রিক জোট প্রার্থী কংগ্রেসের অভিজিৎ ভট্টাচার্যের সমর্থনে আজ মধুপুরে অনুষ্ঠিত হয় নির্বাচনী জনসভা। এই জনসভায় মিছিল করে তৃণমূলিরা এসে সি পি আই(এম) নেতা বীরেন ঘোষের হাত থেকে লাল পতাকা তুলে নেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন কালীপদ সরেন এবং মদন সিংহরায়। এঁরা যথাক্রমে তৃণমূলের ১ নং ব্লক কমিটির সদস্য এবং সূর্যপুর বুথ কমিটির সদস্য। সভায় সভাপতিত্ব করেন দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। বক্তব্য রাখেন সি পি আই(এম)-এর জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য তাপস চট্টোপাধ্যায়, প্রাক্তন বিধায়ক বীরেন ঘোষ ও প্রার্থী অভিজিৎ ভট্টাচার্য।

আইনুল হকের সমর্থনে আইনজীবীদের সভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১২ এপ্রিল : গণতান্ত্রিক আইনজীবী সংঘ ও কংগ্রেস আইনজীবী সেলের যৌথ উদ্যোগে অল ইণ্ডিয়া ল' ইউনিয়ন বর্ধমান কোর্ট কমিটির পরিচালনায় বাম গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ প্রার্থী আইনুল হকের সমর্থনে ভবদীশ ভবনে এক নির্বাচনী প্রচার সভার আয়োজন করা হয়। বক্তব্য রাখেন রাজ্যের প্রাক্তন আইন মন্ত্রী নিশীথ অধিকারী। সংগঠনের রাজ্য কমিটির সম্পাদক অরিন্দম ভট্টাচার্য, সংগঠনের রাজ্য সভাপতি অশোক বক্সী, জেলা সম্পাদক বিষ্ণুপ্রসাদ শীল, বর্ধমান দক্ষিণ বিধানসভার সি পি আই(এম) প্রার্থী আইনুল হক। কংগ্রেস আইনজীবী সেলের শ্যামল কুমার দত্ত, তাপস ব্যানার্জী, প্রদীপ আইচ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। সভাপতিত্ব করেন দুর্লভ মল্লিক।

রায় দেবেন মানুষ

—তিনের পাতার পর

২৭০ কাটোয়া কেন্দ্রে মোট ভোটার ২,৪৩,২২৪ জন। প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ৬ জন। মূল লড়াই জোটের প্রার্থী শ্যামা মজুমদারের সঙ্গে তৃণমূলের রবীন্দ্রনাথ চ্যাটার্জীরই।

এবার জোটে বদলে গেছে সব সমীকরণ। মঙ্গলকোট থেকে ভাতার

শাসকদলের ভিতরে চোরাস্রোত বইছে, একই আকাশে দুই তারকার উজ্জ্বল উপস্থিতি কেউ সহ্য করতে পারছে না। মন আর মুখ আলাদা কথা বলছে। মানুষ এবার পরিত্রাণ চাইছে, দেশটা যেন অন্ধকারের জানোয়ারদের পাকা ইজারায় না চলে যায়।

দ্বিতীয় দফার নির্বাচনে 'মারের মুখে পাল্টা মার' ভয়কে জয় করে শাসকের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের ঝড় তুলেছে। শুরু হয়েছে প্রতিরোধ। আরাবুল থেকে মণিরুল সবাইকে ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে বুঝে নিতে চাইছে কাটোয়া থেকে মঙ্গলকোটের জনগণ। মানুষ এখন লালঝাণ্ডার মিছিলে। দ্রুত গতিতে এগোচ্ছে ইতিহাস। শুরু এবার রাজার পালা।

২৭২ মঙ্গলকোটের মোট ভোটার ২,২৮,৩১৩ জন। প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ৫ জন। অবশ্যই এগিয়ে আছেন জোট প্রার্থী শাজাহান চৌধুরী। তৃণমূল প্রার্থী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী দল পালটেও পালে হাওয়া তুলতে পারলেন না।

২৭৩ আউশগ্রাম : যে আউশগ্রাম কোনো দিন দমেনি। অভ্রংলিহ অহঙ্কার নিয়ে মাথা উচু করে থেকেছে সেই যাটের দশকের মধ্যভাগ থেকে। কোনোদিন মাথা নোয়াইনি। বাহাত্তরের নির্বাচনী প্রহসনেও অপ্রতিরোধ্য ছিল। ২০১১ দিদি ঝড়েও লাল নিশান উড়িয়েছে। এবারেও তার ঐতিহ্যকে অম্লান রাখবে।

আউশগ্রামের মোট ভোটার ২,২৪,৯৭৬ জন। প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ৫ জন প্রার্থী। তবে মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা জোট প্রার্থী বাসুদেব মেটের সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের অভেদানন্দ ঠাণ্ডারের।

ডা.আম্বেদকর-এর জন্মদিন পালিত

নিজস্ব সংবাদদাতা, ১৪ এপ্রিল : দেশজুড়ে যথাযোগ্য মর্যাদায় ডা. ভীমরাও রামজী আম্বেদকরের ১২৬তম জন্মবার্ষিকী পালিত হলো। ভারতীয় সংবিধানের প্রণেতা আম্বেদকর ১৮৯১ সালের ১৪ এপ্রিল মধ্যপ্রদেশের কালিপল্টনের মউ এলাকায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। স্বাধীনতার ৬৯ বছর পরও এই দেশে এখনো জাতি বৈষম্য রয়েছে। আম্বেদকর সহ অনেক মহান ব্যক্তি এই সমাজের জাতি বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াই করে গেছেন। তবুও তা দূর করা সম্ভব হয়নি।

এদিন ডা. বি.আর আম্বেদকরের জন্মদিনে বর্ধমান জেলা কংগ্রেসের উদ্যোগে বি সি রোডে কংগ্রেস ভবনের সামনে তাঁর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান জেলা সভাপতি আভাষ ভট্টাচার্য, জেলার সাধারণ সম্পাদক কাশীনাথ গাঙ্গুলী, বর্ধমান জেলা কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি আজিজুল হক মণ্ডল, আই এন টি ইউ সি-র বিশ্বনাথ ধীবর, প্রদেশ কংগ্রেস সম্পাদক লক্ষ্মী নায়েক, তপশিলী উপজাতি সেলের সভাপতি কৈলাশ পাশওয়ান

সি পি আই(এম) সমর্থকের বাড়িতে আগুন

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান : শাসক দলের হুমকির কাছে মাথা নত না করার মাশুল দিতে হলো হাটগোবিন্দপুর বাউড়ি পাড়ার গণেশ রায়কে। দিন আনা দিন খাওয়া গণেশের বাড়ি পুড়িয়ে দিয়ে সর্বশান্ত করেছে তৃণমূলিরা।

১৬ এপ্রিল বাম ও জোট প্রার্থী অপর্ণা সাহার সমর্থনে প্রচার করার অপরাধে মাঝরাতে একমাত্র কুঁড়ে ঘরটি আগুন ধরিয়ে দেয়। মেয়ে প্রিয়াঙ্কার বিয়ে ঠিক হয়ে যাওয়ার কারণে কষ্টেসৃস্টে সংগ্রহ করা কানের দুল, চাল, ডাল, বিছানা সহ সব নিঃশেষ হয়েছে। থানায় অভিযোগে জানা যায় পিন্টু রায়, নিমাই সিংহ, কেবলা রায়, দিলীপ রায়, বিন্দল রায় প্রচারে বাঁধা দেয়। বাড়ি পোড়ানোর হুমকি দেয়। এরপর রাত্রিতে শুয়ে থাকা অবস্থায় রাত ১১টায় আগুন ধরিয়ে দেয় বাড়িতে বলে বর্ধমান থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

নাম/পদবী পরিবর্তন

● আমি অপর্ণা চন্দ্র, স্বামী - প্রয়াত সিদ্ধার্থ চন্দ্র, ইন্দ্রপ্রস্থ পাড়া, পোঃ ও থানা - মেমারি, জেলা- বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ তারিখে এক এফডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার কন্যার প্রকৃত নাম রচনা চন্দ্র, যা তার জন্মশংসাপত্রে ভুলবশত মৌ চন্দ্র লিপিবদ্ধ হয়েছে। রচনা চন্দ্র এবং মৌ চন্দ্র এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

গলসিতে ঐতিহাসিক মিছিল

নিজস্ব সংবাদদাতা, গলসি, ১৬ এপ্রিল : ছাত্র-যুবরা সাইকেল মিছিলে প্রচার করেছে গলসি এলাকায় তাদের প্রার্থী নন্দলাল পণ্ডিত-এর সমর্থনে। ১৬ এপ্রিল বাম-গণতান্ত্রিক ধর্ম নিরপেক্ষ জোটে ফরওয়ার্ড ব্লক প্রার্থীর সমর্থনে ১০ সহস্রাধিক মানুষের ঢল নামে গলসিতে। কালীমতি হাইস্কুলের সামনে থেকে শুরু হয় এ মিছিল। নিমেষে জলসমুদ্রে রূপান্তরিত হয়। এর আগে এমন মিছিল গলসি দেখেনি। লাল তেরেঙ্গা ঝাণ্ডায় মানুষের জনস্রোত গলসি বাজার, বাবলা, বুহচা প্রভৃতি গ্রাম পরিক্রমা করে গলসি হাই স্কুলের সামনে শেষ হয়।

মিছিলের পুরোভাগে ছিল সাঁওতাল নৃত্য, ঢোল-মাদল, ধামসা, নাকড়া। ছিলেন প্রার্থী নন্দলাল পণ্ডিত, সি পি আই(এম) নেতা সৈয়দ হোসেন, কমল সরকার, মণিমালা দাস প্রমুখ। বহুদিন পর গলসির মানুষ এইরকম একটি দৃপ্ত মিছিল দেখলেন। মিছিল যেদিক দিয়ে গেছে মিছিল ক্রমশ দীর্ঘথেকে দীর্ঘতরই হয়েছে। পাশ থেকে আওয়াজ উঠছিল লালই ফিরে আসছে।

নতুন সরকার প্রতিষ্ঠা হচ্ছে

—প্রথম পাতার পর

কথা।

মানুষের জোট যে এবার বর্ধমানে পরিবর্তন ঘটাবেন তা এদিন বুঝিয়ে দেয় উপচে পড়া ভিড়। মিছিলের পর মিছিল আছড়ে পড়ে মাঠে। তিনি বলেন, গত পাঁচ বছরে প্রতারিতদের টাকা যারা লুট করেছেন, ঠকিয়েছেন, মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়েছেন, ধর্ষণ করেও পার পেয়েছেন সেই সমস্ত পুলিশ অফিসার, নেতা, মন্ত্রীদের বিচার করবে নতুন সরকার। তদন্ত করে শাস্তি দেবে। কাকদ্বীপ থেকে কোচবিহার একটাই শ্লোগান উঠেছে, তৃণমূল হটাও—রাজ্য বাঁচাও, বিজেপি হটাও—দেশ বাঁচাও, সবার ওপরে মানুষ সত্য। তাই ওরা মানুষকে ভয় পাচ্ছে। দাদাভাই, দিদিভাই সেটিং মানুষ ধরে ফেলেছে।

জোটপ্রার্থী আইনুল হক বলেন, বর্ধমানে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে এলেও আর বাঁচাতে পারবে না। কেননা বর্ধমানের মানুষের জেদ চেপেছে, পুরসভা নির্বাচনে মানুষের ভোট লুটের জবাব দেওয়ার জন্য জোট বেঁধেছে মানুষ। জোটের শরিক কংগ্রেস দলের পক্ষে আভাষ ভট্টাচার্য বলেন কংগ্রেস এবং সি পি এম তেলে-জলে মিশেছে। আগের দিনে মায়েরা পেটের যন্ত্রণা হলে তেলে জলে মিশিয়ে দিলে ভাল হয়ে যেত। মানুষের দাবিতেই আমরা মিশেছি। মুখে দিদির দেওয়া লিকোপ্লাস্ট মানুষ খুলে দিয়েছে।বর্ধমানের সভায় সভাপতিত্ব করেন সি পি আই(এম) বর্ধমান শহর জোনাল কমিটির সম্পাদক তাপস সরকার।

১৫ এপ্রিল মহম্মদ সেলিম পূর্বস্থলী, মেমারি, এবং বর্ধমানে সভায় বক্তব্য রাখেন। প্রতিটি সভায় উপচে গেছে ভিড়।

১ ডজন প্রশ্নের উত্তর

১। হোয়াইট স্টার লাইনার কোম্পানির, ১৯১২ সালের ১২ এপ্রিল, ১৫-০৪-১৯১২ তারিখে; ২। ১৯৫৫ সালের ১২ এপ্রিল; ৩। ৫০ বছর পর, ২০১৫ সালের ১২ এপ্রিল; ৪। কলেজ স্কোয়ারের সংস্কৃত ছাপাখানা থেকে, ১৮৫৫ সালের ১৩ এপ্রিল; ৫। ১৯১৯ সালের ১৩ এপ্রিল, ৪৭৯ জন নিহত, ১২০০ মানুষ আহত, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ই এইচ ডায়ার; ৬। ১৯৩০ সালের ১৩ এপ্রিল, বিজ্ঞানী টমবাগ প্লুটো; ৭। ১৯৪৮ সালের ১৩ এপ্রিল; কটক; ৮।পি সি যোশী, আলমোড়ায় ১৯০৭ সালের ১৪ এপ্রিল; ৯।সর্বোদয় নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণের কাছে, ১৯৭২ সালের ১৪ এপ্রিল; ১০। ১৯১৪ সালের ১৫ এপ্রিল (১ বৈশাখ ১৩২০ বঙ্গাব্দ) উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী; ১১। ইউরোপ মহাদেশে, ৯৫০ সালের ১৬ এপ্রিল, কোপেন হেগেন; ১২। ১৭৮৬ সালের ১৮ এপ্রিল।

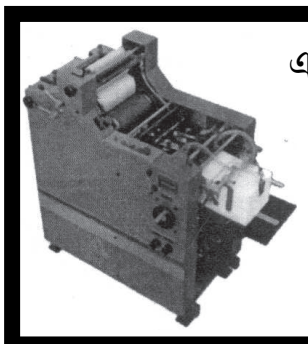

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্‌ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ

সাধনা প্রেস

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫

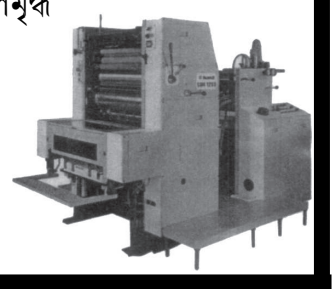

ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক অশোক ব্যানার্জী কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত।
ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩, ফোন : ২৫৫১৪৫৮। **Mail : weeklynatunchithi@gmail.com** মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ১ টাকা